দোতলায় মাস্টার বেডরুমে চলে এলো জুলেখা। বিশাল কামরা, চারদিকে বড় বড় কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের অপূর্ব দৃশ্য উঁকি মারছে ভেতরে। ভারী কাপড়ের পর্দা দু' পাশে সরিয়ে রাখা। পেছনটাতে কোন মানুষ জনের বসতি না থাকায় ওগুলো বন্ধ করবার কোন প্রয়োজন হয় না। তবুও রাতে বন্ধ করে জুলেখা। পুরো ঘর ভালো মত ঢাকা না থাকলে সে ঘুমাতে পারে না। বেডরুম সংলগ্ন বিশাল বাথরুম। গভীর বাথটাব। গ্রামে থাকতে সে কখন এসব ব্যবহার করে নি। তার বাবার বাড়ীতে মেয়েদের জন্য আলাদা পুকুর ছিল। সেখানেই সারা জীবন সাঁতার কেটে মনের সুখে গোছল করেছে সে। বিয়ের আগ পর্যন্ত। অনেক ইতিহাস। মোবাইল ফোনটাকে ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা লক করল জুলেখা। বাড়ীতে কেউ না থাকলেও সে কখন দরজা খুলে গোছল করতে পারে না। তার অস্বস্তি লাগে।

বাথ টাবে গোছল করতে পছন্দ করে সে। একবার ভাবল দ্রুত শাওয়ার করে রান্নাঘরে চলে যাবে। কিন্তু শেষে মত পাল্টাল। মিজান নিজেও চমৎকার রান্না করে। জুলেখার চেয়ে ভালো। সুতরাং রান্না করে তাকে খাওয়ানোর ব্যাপারটার মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। সে হয়ত খেয়ে পছন্দ করবে না। মুখে অবশ্য কিছু বলবে না। হাসি মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে এমন ভাব করবে যেন সব কিছু খুব সুস্বাদু হয়েছে।

জুলেখা সময় নিয়ে বাথটাবে পানি ভরল। এই সময়টুকু সে চুপচাপ বসে বাথরুমের দেয়ালে টাঙানো কয়েকটা ছবি দেখল। বিখ্যাত এক ইটালিয়ান আর্টিস্টের ছবির কপি। আর্ট সম্বন্ধে সে খুব একটা জানে না। ছোটবেলায় অল্প বিস্তর ছবি আঁকতে পারত। কিন্তু তার বেশী কোন জ্ঞান তার নেই। মিজান তাকে বলেছে সে ছবি টবি তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু তার প্রথম স্ত্রী নায়লা আবার অসম্ভব ছবি ভক্ত ছিল। সস্তায় সুন্দর কোন ছবি পেলেই সে কিনে ফেলত। অধিকাংশই বিখ্যাত ছবির কপি। বাড়ীর ভেতরের কোন দেয়ালেই কোন ছবি ঝুলতে দেখে নি জুলেখা। যার অর্থ সে আসবার আগেই সব সরিয়ে ফেলেছে মিজান। হয় কোথাও দিয়ে এসেছে, নয়ত বাড়ীর মধ্যেই কোথাও গুদাম করে রেখেছে। বাথরুমের দেয়ালে ঝোলানো এই দু'টি ক্ষুদ্র আকারের ছবির কথা সে হয়ত ভুলেই গেছে। দু'টি ছবিতেই নানা রঙের খেলা। কোন বাস্তব বস্তু নিয়ে আঁকা নয়। কিন্তু দীর্ঘক্ষন তাকিয়ে থাকা যায়। কি যেন একটা যাদু আছে। জুলেখার ভালো লাগে দেখতে। তার নিজের অজান্তেই সে নায়লার কথা ভাবতে শুরু করে। কেমন ছিলেন মহিলা? নিশ্চয় খুব জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমতি ছিলেন। প্রেমময় ছিলেন কি? খুব কি কথা বলতেন? খুব সামাজিক ছিলেন? নায়লা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নেই তার। মিজান এই ব্যাপারে একেবারেই কথা বলতে চায় না। যেন সে তার পূর্বের জীবনকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে চায়।

বাথটাবের পানি ভরে গেছে, সাবধানে পানির মধ্যে নামতে নামতে একটা চাঁপা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে জুলেখা। একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষকে কি এতো সহজে ভুলে যাওয়া যায়? মিজান যতই চেষ্টা করুক, সে পারবে না। জুলেখা সেটা চায়ও না। একজন মৃত মানুষের প্রতি তার কোন রকমের হিংসাবোধ নেই। দু'বছর আগে বেশ ভোগার পর ক্যনাসারে মারা যান নায়লা। এইটুকু সে বিয়ের আগেই শুনেছিল। কিন্তু তার বেশী কিছু এখনও মিজানের মুখ থেকে বের হয় নি। প্রশ্ন করলেও উত্তর পাওয়া যায় না।

বাথটাবে গোছল করতে অদ্ভুত লাগে জুলেখার। এইটুকু পানির মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে কি কোন আনন্দ লাগে? পুকুরময় সাঁতরে বেড়ানোর যে আনন্দ আর উচ্ছলতা, এই আবদ্ধ বাথরুমে সেই অনুভূতি কি করে আসবে? মিজান তার সাঁতার কাটবার আগ্রহের কথা জানতে পেরে তাকে সুইমিং পুলে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছে। সারা রাজ্যের মানুষের সামনে পানিতে নামার কথা চিন্তাই করতে পারে না সে। মিজানের প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনাশ হয়েছে। পানিতে শরীর ডুবিয়ে ধীরে ধীরে মাথাটাকে সম্পূর্ণ পানির নীচে নিয়ে এলো জুলেখা, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে নিঃসাড়ে ডুব দিয়ে থাকল। অনেক দিনের প্রিয় খেলা। দীর্ঘক্ষন থাকতে পারে।

মিজান বেশ জোরে গাড়ী চালিয়ে এসেছে। এখনও রাস্তায় অফিস ফেরত ট্রাফিকের ভীড় পুরোপুরি শুরু হয়নি। কোথাও কোথাও সে খানিকটা ভীড় পেয়েছে কিন্তু মোটামুটিভাবে বেশ দ্রুতই চলে এসেছে। চক্রাকার ড্রাইভয়েতে গাড়ীটাকে রেখেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে সদর দরজা খুলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকেছে। জুলেখার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল। কোন প্রত্যুত্তর নেই। সে পেছনের দরজা খুলে কাঠের ডেক-এ বেরিয়ে এলো। চারদিকে দ্রুত নজর বোলাল। জুলেখাকে কোথাও দেখা গেল না। সন্দেহজনক কিছুও নজরে পড়ল না। সে ভেতরে ঢুকে এক দৌড়ে দোতলায় উঠে এলো। মাস্টার বেডরুমের দরজা বন্ধ। জুলেখা গোছল করতে গেলে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দেয়, সে লক্ষ্য করেছে। মিজানের উপস্থিতিতেও। হয়ত নিরাপদ বোধ করে। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। এতো বড় বাড়ীতে জুলেখাকে একা রেখে যেতে তার সর্বক্ষন ভয় করে কিন্তু আপাতত খুব একটা উপায় নেই। জুলেখা তাড়াতাড়ি ড্রাইভিং শিখে ফেলতে পারলে তাকে সে একটা গাড়ী কিনে দেবে। জুলেখা খানিকটা স্বাবলম্বী হলে মিজানের দুশ্চিন্তা কমে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সে যতখানি ভেবেছিল, তার চেয়েও অনেক বেশী সহজ-সরল জুলেখা। তাকে স্বাবলম্বী করতে সময় লাগবে।